মেহেরপুরে সংঘর্ষের মামলায় ৮ আসামির জেল-জরিমানা

সংঘর্ষের মামলায় মেহেরপুরের ৮ আসামিরকে জেলা-জরিমানা দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার প্রধান আসামি মোঃ সেন্টু মিয়াকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ২০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মামলার অন্য আসামি শুকুর আলী, রইস উদ্দিন, মোঃ বাবলু মিয়া, মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ আতিয়ার রহমান, মোঃ মজিবর রহমান ও মোঃ তোজাম্মেল হক প্রত্যেককে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ১০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। তবে আসামি মোঃ আনারুল ইসলামকে খালাস দেওয়া হয়।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২০ এপ্রিল সকালে গাংনীর কল্যাণপুর এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাদীর বাড়িতে আসামিরা হামলা চালায়। এ সময় কাঠের বাটাম, লোহার রড, বাঁশের লাঠি, দা ও হাসুয়া দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে আঘাত করে গুরুতর জখম করে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

১৫ আসামির ৯ জন খালাস, ৬ জনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের একটি মামলায় (পর্ণগ্রাফি) ৬ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা দিয়েছে আদালত। আজ রোববার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দিন ফরাজী এ রায় প্রদান করেন।

রায়ে নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন এবং সহযোগী শাহজাহানকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া নেহাল ও জয়কে ছয় বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ অর্থদণ্ড দেয়া হয়। তবে আসামি জয় এখনও পলাতক রয়েছেন।

মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে চার্জশিটভুক্ত অন্য আসামিদের অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান, বিপাশা খাতুন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট সাইদুর রাজ্জাক রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিজ্ঞ বিচারক দোষীদের শাস্তি দিয়েছেন। রায়টি দৃষ্টান্তমূলক হয়েছে। এতে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, অপরাধ করলে কেউ ছাড় পায় না। মেহেরপুরের মানুষ ন্যায় বিচার পেয়েছে।”

মামলার বিবরণে জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় এ মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি করা হয় নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খানকে। তাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের অনুমতি নিয়ে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের চিত্র।

তদন্তে জানা যায়, প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন।

সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হতো। এ ঘটনায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ১৭ জনের মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।

গাংনীতে মাদককান্ডে এক ব্যাক্তির জেল ও জরিমানা

মাদক সেবন ও সংরক্ষণ করার অপরাধে গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে আবু সাঈদ (৪৫) নামের এক মাদকাসক্তকে ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন।

গতকাল বুধবার বিকালে তেরাইল গ্রামে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই দন্ডাদেশ দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

আবু সাঈদ তেরাইল গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে। এর আগে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম অভিযান চালিয়ে ১ পুরিয়া গাঁজাসহ আবু সাঈদকে আটক করেন।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্র জানান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৪২(১) ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়। বিকালেই তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

গাংনীতে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ইভটিজিং: যুবকের ১৫ দিন জেল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ইভটিজিংয়ের দায়ে আল-আমিন হোসেন (২৭) নামের এক যুবককে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২০ মে) বিকালে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন এ আদালত পরিচালনা করেন। দণ্ডিত আল-আমিন হোসেন গাংনী উপজেলার বামুন্দি গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আল-আমিন হোসেন একই গ্রামের এক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে নিয়মিত রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করতেন এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতেন। বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে এলে তারা আল-আমিনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে হাজির করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৫০৯ ধারায় তাকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন বলেন, “শিশুদের নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের অবস্থান জিরো টলারেন্স। কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে তাকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”

এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে এবং প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মুজিবনগরে ভুয়া চিকিৎসকের ৩

মাস , সহযোগীর ১ মাস জেল

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় যতারপুরে চিকিৎসা ক্যাম্প থেকে তাফহিমুল হুসাইন (৩৭) নামের এক ভূয়া চিকিৎসকের ৩ মাস কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ শনিবার দুপুর ২টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল এ অভিযানপরিচালনা করেন। একই সঙ্গে দণ্ডিত ভুয়া চিকিৎসকের সহযোগী সাগর আলীর (২৩) ১ মাস কারাদণ্ড এবং গাড়ি চালক ইমনের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

দণ্ডিত ভ’য়া চিকিৎসক তাফহিমুল হুসাইন ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার বহরমপুর গ্রামের মনিরুজ্জামানের ছেলে । তার শ্বশুর বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে। সহযোগী সাগর আলী গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে এবং গাড়িচালক ইমন একই উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত জানান, হামিদুল ইসলাম প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র নামে যতারপুরে চক্ষু চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প করে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন তাফহিমুল হুসাইন। তার চিকিৎসা সেবা নিয়ে স্থানীয়দের মাঝে সন্দেহসৃষ্টি হলে তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিক্যাল অফিসার সুপ্রিয়া গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় ওই চিকিৎসকের বিএমডিসি ও বিডিএসের কোন সনদ না থাকা এবং অন্য চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ব্যবহার করে তিনি এ চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন বলে ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রমান পায়। এ অভিযোগে ভুয়া চিকিৎসকের ৩ মাস, তার সহযোগীর এক মাস এবং গাড়ি চালকের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল বলেন, তিনি বিএমডিসি বা বিডিএসের কোন রেজিস্ট্রেশন দেখাতে পারেননি।তিনি ভ’য়া চিকিৎসক হিসেবে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে প্রতারণা করছেন। এরআগেও তিনি খাগড়াছড়িতে এ ধরণের অপরাধের কারণে জেল খেটেছেন। তিনি বারবার এ ধরণের অন্যায় কাজ করছেন। যে কারণে মেডিক্যাল প্রাকটিশনার আইনে এ সাজা প্রদান করা হয়েছে।

গাংনীতে গাঁজাসহ ব্যবসায়ী আটক, সেবনকারীর জেল

মেহেরপুরের গাংনীতে এক কেজি গাঁজাসহ জেমস প্রকাশ মন্ডল (৫৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী এবং শাহির আলী (৪৫) নামের এক মাদকসেবীকে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

সোমবার (৫ মে) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের চার্চ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক জেমস প্রকাশ মন্ডল জুগিন্দা গ্রামের অমরেন্দ্র মন্ডলের ছেলে। অপরদিকে, মাদকসেবী শাহির আলী উপজেলার ঢেপা গ্রামের মৃত আব্দুল জলিলের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে শাহির আলীকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রীতম সাহা এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন। দুপুরেই তাকে গাংনী থানা পুলিশের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মদনমোহন সাহা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

অধিদপ্তরের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চার্চ এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় শাহির আলীকে গাঁজা সেবনের সময় হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে জেমস প্রকাশ মন্ডলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শয়নকক্ষে হলুদ স্কচটেপে মোড়ানো একটি পোঁটলা থেকে এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩০ হাজার টাকা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, জেমস প্রকাশ মন্ডল দীর্ঘদিন ধরে গোপনে এলাকায় মাদক বিক্রি করে যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন।

তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে গাংনী

থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

১৭ বছর জেল-জুলুম সহ্য করেছি বিএনপিকে বাঁচানোর জন্য – আমজাদ হোসেন

গাংনীতে বিএনপির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার হিন্দা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

হিন্দা গ্রাম বিএনপির সাবেক সভাপতি মোঃ শাজাহান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের পূর্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ আমজাদ হোসেন।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, “বিএনপির নেতাকর্মীরা গত ১৭ বছর ধরে আওয়ামী লীগের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অথচ এখন বিএনপির কমিটি গঠনের সময় নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, পিঠে চেয়ার ভাঙছে। আমরা তাহলে কোথায় যাব? যারা এতোদিন জুলুম নির্যাতন সহ্য করে বিএনপির জন্য লড়াই করেছে, তাদের ভবিষ্যৎ কী?”

তিনি আরও বলেন, “জেলাতে আমাকে, মাসুদ অরুন এবং বাবলুকে বাদ দিয়ে কমিটি গঠন করা যাবে না। আমরা মামলা-মোকদ্দমা লড়েছি, নিজের টাকা খরচ করেছি, বিএনপিকে টিকিয়ে রাখার জন্য জীবন দিয়েছি। অথচ এখন দেখছি, বিভিন্ন জায়গায় কমিটি গঠনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। যেখানেই কমিটি গঠিত হচ্ছে, সেখানেই মারামারি হচ্ছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করছে।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি

নাছির উদ্দীন, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মোঃ মিজানুর রহমান, উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, সাহারবাটি ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমাতারা খাতুন, পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক খাইরুল আলম কালাম, পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন হোসেন

বাবলু, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসানুল হক সুমন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুজন মাহমুদ, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, গাংনী বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

ঝিনাইদহে তিন চেয়ারম্যানের জামিন না মঞ্জুর, জেল হাজতে প্রেরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৩ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সোমবার (১০ জানুয়ারী) সকালে ঝিনাইদহ আমলী আদালতে হাজির হলে বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালতে প্রেরণের আদেশ দেন।

গত ৪ আগষ্ট ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি অফিস ও জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট এমএ মজিদের বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মামলায় ১নং সাধুহাটী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দিন, ৫নং কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম ও ১০নং হরিশঙ্করপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল মাসুম ১০ ফেব্রুয়ারী আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের এই আদেশ দেয়।

ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানের ১৭ বছর জেল

ঝিনাইদহে অস্ত্র আইনে জামায়াতের সাবেক উপজেলা আমির ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলামকে ১৭ বছর কারাদন্ড প্রদান করেছে আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহের সিনিয়র স্পেশাল ট্রাইবুনালের জজ আদালতের বিচারক মো. নাজিমুদ্দৌলা এ রায় দেন। তাজুল ইসলাম কোটচাঁদপুর উপজেলা শহরের পশ্চিমপাড়ার মৃতশামসুদ্দিন মন্ডলের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় তার নিজ বাড়ি জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলা শহরের নিজ বাড়িতে নাশকতার উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠক করছিলেন। সেসময় পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে জামায়াতের আমির তাজুল ইসলামকে আটক করলেও অন্য সঙ্গীরা পালিয়ে যায়।

আটকের পর রাতে তার সীকারোক্তি মোতাবেক তার বাড়ি থেকে একটি দেশি তৈরি এলজি শাটারগান ও ৪ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। ওই বছরের ১৬ ডিসেম্বর পুলিশ কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ তদন্ত শেষে চার্জশীট দাখিল করে। সেই মামলার দীর্ঘ শুনানির পর মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের বিচারক মো. নাজিমুদ্দৌলা অস্ত্র আইনের দুটি ধারায় ১০ বছর ও ৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করে রায় দেন।

একই সময় উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও ৪ রাউন্ড গুলির কার্তুজ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করেন।

মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস জেলে

নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা মামলায় মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার মুজিবনগরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: জাহদুর রহমানের আদালতে জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে আদালত জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের আইনজীবী মিয়াজান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত সোমবার রাতে নৌকার সমর্থকরা আনন্দ মিছিলকে করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিনবিশ্বাসের বাড়ির সামনে গিয়ে উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। এসময় উভয় পক্ষের কর্মিদের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে এতে উভয় পক্ষের ২১ জন কর্মি সমর্থক আহত হয়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ গিয়ে সেখানা ফাকা ৮ রাউন্ড গুলি ছুড়ে দু- পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাফ হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগর থানা পুলিশ এজাহারনামীয় তিন আসামিকে আটক করে।

আটককৃতরা হলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক জয়পুর গ্রামের চলমান মেম্বার সাকার উদ্দিনের ছেলে রমজান আলী(৫৫), আনন্দবাস গ্রামের শহীদ বিশ্বাসের ছেলে রানা বিশ্বাস(৪০) ও রুহুল আমিনের ছেলে মামুন(৪০)।